পেট না কেটে জরায়ু অপসারণ

ডা. মনোয়ারা বেগম

আমাদের দেশের নারীরা অনেক সময় জরায়ুর সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কোনো কোনো সময় জরায়ু অপসারণেরও প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কারণে জরায়ু অপসারণ হয়ে থাকে। যেমন জরায়ুতে টিউমার, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, জরায়ুতে ক্যান্সার, তলপেটে ইনফেকশন ইত্যাদি। বর্তমানে দুটি পদ্ধতিতে অপারেশন করা হয়। পেট কেটে অথবা পেট না কেটে। পেট কেটে অপারেশনকে আমরা বলে থাকি অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেকটোমি আর পেট না কেটে শুধু ৩ থেকে ৪টি ছিদ্র (৫ মিমি) করে যে সার্জারি করা হয় তাকে বলা হয় ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমি। ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমিতে ক্যামেরার মাধ্যমে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ গুণ বড় স্ক্রিনে দেখে এবং হারমোনিক স্ক্যালপেল ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিকভাবে সার্জারি করা হয়।

অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেকটোমি সার্জারিতে পেট কেটে সার্জারি করতে হয়, যার ফলে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। পেটের ওপর বড় ক্ষতচিহ্ন থাকায় ব্যথা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে বেশি সময় লাগে। তাছাড়া হাসপাতালেও বেশি দিন অবস্থান করতে হয়। কিন্তু ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমিতে রোগিণীর হাসপাতালে মাত্র দুদিন থাকতে হয় এবং ছয় থেকে সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারে।

ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমি আবার দুভাবে করা হয়। একটি হলো ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাসিস্টেড হিস্টেরেকটোমি এবং অন্যটি টোটাল ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমি। ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাসিস্টেড হিস্টেরেকটোমির কিছু ধাপ ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে করা হয় আর বাকি ধাপ মাসিকের রাস্তায় কেটে করতে হয়। ফলে রোগিণী অপারেশনের পর টোটাল ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমির তুলনায় বেশি ব্যথা অনুভব করে এবং মাসিকের রাস্তার আকার কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া পেটের মধ্যে এডহেশন বা অঙ্গগুলো প্রদাহের কারণে জোড়া লাগানো থাকলে ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাসিস্টেড হিস্টেরেকটোমি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু টোটাল ল্যাপারোস্কোপিক হিস্টেরেকটোমির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার্জারিই ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে করা হয়। এমনকি এডহেশন থাকলেও তা ছাড়িয়ে হিস্টেরেকটোমি করা সম্ভব হয়। এই অপারেশন পদ্ধতিতে রোগিণী ব্যথা অনুভব করে না বললেই চলে। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে মাসিকের রাস্তার আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং রক্তক্ষরণও ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাসিস্টেড হিস্টেরেকটোমির তুলনায় অনেক কম হয়।

লেখক পরিচিতি : কো-অর্ডিনেটর এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট
অবসটেট্রিকস ও গাইনোকোলজি বিভাগ
এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

এ্যাপোলো মাদার এন্ড চাইল্ড সেন্টার
আন্তরিক, দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবার সমন্বয়

●প্রসূতি মায়ের প্রসবকালীন সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ২৪ ঘন্টা মনিটরিং ●এপিডুরাল এ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে ব্যথাহীন প্রসবের ব্যবস্থা ●পেট না কেটে ল্যাপারোস্কপিক এবং হিস্টেরোস্কপিক পদ্ধতিতে গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারির সুবিধা ●বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অত্যাধুনিক ফার্টিলিটি সেন্টার

Organization Accredited by Joint Commission International

stsgroup Apollo Hospitals DHAKA touching lives

ইমার্জেন্সি হটলাইন: ১০৬৭৮, এ্যাপয়েন্টমেন্ট: (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৭২৯ APOLLO, ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO, ০১৯৭১ APOLLO; APOLLO সমার্থক সংখ্যা: ২৭৬৫৫৬